দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 27 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

30

রাতারাতি স্কুলটি কি হাওয়া হয়ে গেল!

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

ধানমন্ডি সাত মসজিদ রোডে "দি নিউ ইংলিশ স্কুলটি" চলতি বছরের ৫ মে থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। বছরের মাঝামাঝি এই সময়ে স্কুলটি বন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন ক্লাসের প্রায় দু'শ' ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন থমকে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কোন আগাম নোটিস ছাড়াই বন্ধ করে দিয়ে কর্তৃপক্ষ গা ঢাকা দিয়েছে। যাওয়ার সময় ফান্ডের মোটা অংকের টাকাও কর্তৃপক্ষ হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, স্কুলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে ১০দিন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। স্কুলের দারোয়ান জানিয়েছে, ছুটির ভিতর একদিন গভীর রাতে ভাইস প্রিন্সিপাল এসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরিয়ে ফেলেন।

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

রাতারাতি স্কুলটি

(প্রথম পাতার পর)

কম্পিউটারসহ দামী আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলার সময় দারোয়ান বাধা দেয়ায় সে সব মালপত্র তখনও স্কুলেই রক্ষিত আছে। এরপর একদিন স্কুলের সীমানা দেয়ালে এবং সাইন বোর্ডে লেখা 'দি নিউ ইংলিশ স্কুল' নামটি সাদা রং দিয়ে তড়িঘড়ি করে মুছে ফেলা হয়। বিষয়টি অভিভাবক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলে তারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে তারা ধানমন্ডি থানায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক জিডি করেছেন। ধানমন্ডি থানার এস আই জিয়াউল করিম এ ব্যাপারে তদন্ত করছেন বলে জানা গেছে।

অভিভাবকরা আরও জানিয়েছেন, স্কুলটিতে ১৯৯৩ সাল থেকে 'এ' এবং 'ও' লেভেলের ক্লাস শুরু হয়। এসব ক্লাসে ভর্তির সময় কোন রসিদ ছাড়া প্রতিজনের কাছ থেকে ১০, ১৫ হাজার টাকা করে ডোনেশন নেয়া হয়েছে। ১৯৯৪-এর প্রথমে কেজি ওয়ান থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা হয় বলে তারা জানান। কেজি ওয়ানের এক ছাত্রের মা মিসেস ইসমাত জাহান ডালিয়া জনকণ্ঠকে জানান, তার ছেলের ভর্তির সময় ১০ হাজার টাকা ডোনেশন নেয়া হয়েছে। এছাড়া সেশন ফি তিন হাজার, অন্যান্য ফি বাবদ ১৫শ' টাকা এবং প্রতি মাসে বেতন বাবদ সাড়ে চার শ' টাকা আদায় করা হয়েছে।

একইভাবে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকের কাছ থেকে ডোনেশনসহ নির্ধারিত হারে টাকা আদায় করা হয়। স্কুলের সঙ্গে জড়িত একটি সূত্র জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীদের বেতন বাবদ প্রতি মাসে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা আদায় হয়ে আসছিল। এছাড়া একই প্রতিষ্ঠানে চুক্তিভিত্তিতে কম্পিউটার ডিপ্লোমা, ইংলিশ স্পোকেন কোর্স করানো হয়েছে। এসব কোর্সে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এককালীন প্রায় ১৫ হাজার টাকা এবং প্রতিমাসে বারো শ' টাকা করে নেয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, সমস্ত ছাত্রছাত্রীর ডোনেশন ও এককালীন জমা দেয়া টাকার অংক প্রায় দশ থেকে ১৫ লাখ টাকা। কর্তৃপক্ষ গা ঢাকা দেয়ার সময় টাকাগুলো নিয়ে গেছে।

অভিভাবকরা জানিয়েছেন বছরের মাঝখানে এসে স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের ছেলেমেয়েদের কোথাও ভর্তি করাতে পারছেন না। কারণ যে কোন স্কুলেই ভর্তির সময় টিসি চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাদের কাছে ঐ ধরনের কোন কাগজপত্র না থাকায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তাদের ভর্তি করছে না। ফলে প্রায় দু'শ' ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অধিকাংশরই জীবন থেকে একটি বছর হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

স্কুলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে জানার জন্য স্কুলের স্বত্বাধিকারী এবং ভাইস প্রিন্সিপালের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত চেষ্টা করেও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।